রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, এপ্রিল ১৩, ২০১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থ বিভাগ

(বাস্তবায়ন অনুবিভাগ)

আদেশ

তারিখঃ ৩০ চৈত্র ১৪২২ বঙ্গাব্দ/১৩ এপ্রিল ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ৯৭-আইন/২০১৬।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এর ১১৫ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (পে-কমিশন) বিধিমালা, ২০০৭ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি (৭) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ আদেশ জারি করিল, যথা:—

১। **শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ।**—(১) এই আদেশ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আদেশ উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, ১ জুলাই ২০১৫ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে এই আদেশের অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লিখিত বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস বেতনস্কেল, ২০১৬ কার্যকর হইবে, যথা:—

(ক) অনুচ্ছেদ ৫ এর বিধান অনুযায়ী ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে বেতন নির্ধারণ হইবে এবং এইরূপ নির্ধারিত বেতন ১ জুলাই ২০১৫ তারিখ হইতে প্রদান করা হইবে;

(খ) জুডিসিয়াল সার্ভিস সদস্যগণ ১ জুলাই ২০১৫ তারিখ হইতে এই আদেশ জারির তারিখ পর্যন্ত সময়ের বেতন বকেয়া হিসাবে প্রাপ্য হইবেন;

(গ) এই আদেশের অধীন প্রদেয় অন্যান্য সকল ভাতা ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে প্রাপ্য অংকে ৩০ জুন ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত প্রদান করা হইবে;

মূল্য ঃ টাকা ১৬·০০

(ঘ) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস বেতনস্কেল, ২০১৬ কার্যকর হইবার তারিখ হইতে মহার্ঘভাতা বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং ১ জুলাই ২০১৫ তারিখ হইতে ইতোমধ্যে আহরিত মহার্ঘভাতা দফা (খ) এর অধীন প্রাপ্য বকেয়ার সহিত সমন্বয় করিতে হইবে;

(ঙ) দফা (ঘ) তে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ১ জুলাই ২০১৫ তারিখ হইতে যে সকল সদস্য অবসরোত্তর ছুটিতে (পিআরএল) আছেন তাহারা অবসরোত্তর ছুটিতে থাকিবার সময়ে ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে আহরিত মহার্ঘভাতা পাইতে থাকিবেন।

ব্যাখ্যা।—জুডিসিয়াল সার্ভিসের যে সদস্য ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে অবসরোত্তর ছুটিতে আছেন দফা (ঙ) এর বর্ণনা মোতাবেক তিনি ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে যে হারে মহার্ঘভাতা পাইতেন সেই হারে অবসরোত্তর ছুটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত উহা প্রাপ্য হইবেন।

(৪) এই আদেশ নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস সদস্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, যথা:—

(ক) শিক্ষানবিস অথবা প্রশিক্ষণার্থী হিসাবে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ; এবং

(খ) চুক্তি অথবা খণ্ডকালীন ভিত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ।

(৫) উপ-অনুচ্ছেদ ৪ এর দফা (খ) এবং অন্য কোন বিধি-বিধান বা চুক্তিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আদেশ কার্যকর হইবার তারিখে যে অবসরপ্রাপ্ত সদস্যের অবসরোত্তর ছুটি অব্যাহত থাকিত, যদি না অবসরোত্তর ছুটি বাতিলের শর্তে তাহাকে, জনস্বার্থে, প্রজাতন্ত্রের কর্মে চুক্তিভিত্তিক বা অন্য কোনভাবে নিয়োগ করা হইত, সেই সদস্য এই আদেশের অধীন প্রদেয় অবসর সুবিধাদি প্রাপ্য হইবেন।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই আদেশে—

(ক) "বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস বেতনস্কেল, ২০১৬" অর্থ এই আদেশের অনুচ্ছেদ ৩ এ বর্ণিত বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস বেতনস্কেল, ২০১৬ এর অধীন বেতনস্কেল;

(খ) "বর্তমান বেতন" অর্থ ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে প্রাপ্ত বা প্রাপ্য মূল বেতনসহ সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত আদেশাবলী অনুসারে কোন পদের বা কাজের সহিত সম্পৃক্ত ব্যক্তিগত বেতন বা ব্যক্তিগত ভাতা ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তিগত বেতন বা ভাতা, যদি থাকে;

(গ) "বর্তমান বেতনস্কেল" অর্থ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (বেতন-ভাতাদি) আদেশ, ২০০৯ এর অধীন বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস বেতনস্কেল;

(ঘ) "মূল স্কেল", "সিলেকশন গ্রেড স্কেল", "সিনিয়র স্কেল" বা "উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল)" অর্থ বর্তমান বেতনস্কেলে, যথাক্রমে, পদের মূল স্কেল, সিলেকশন গ্রেড স্কেল, সিনিয়র স্কেল বা উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল)।

৩। **বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস বেতনস্কেল, ২০১৬।**—(১) ১ জুলাই ২০১৫ তারিখের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান পদসমূহের বর্তমান বেতনস্কেল বিলুপ্ত হইবে এবং উক্ত তারিখ হইতে বর্তমান

বেতনস্কেলের প্রতিটি স্কেলের বিপরীতে নিম্নবর্ণিত অনুরূপ স্কেল (Corresponding Scale) কার্যকর হইবে, যথা:—

জুডিসিয়াল সার্ভিস গ্রেড নং	বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস বেতনস্কেল, ২০০৯	বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস বেতনস্কেল, ২০১৬
১।	৩৬০০০—৩৯৬০০	৭০৯২৫-৭৩৫৯০-৭৬৩৫০
২।	৩২০০০—৩৭০০০	৬২৩৫০-৬৪৮৫০-৬৭৪৫০-৭০১৫০-৭২৯৬০-৭৫৮৮০
৩।	২৮০০০—৩৭০০০	৫৪৩৭০-৫৬৫৫০-৫৮৮২০-৬১১৮০-৬৩৬৩০-৬৬১৮০-৬৮৮৩০-৭১৫৯০-৭৪৪৬০
৪।	২৩০০০—৩৪২০০	৪৪৪৫০-৪৬৪৬০-৪৮৫৬০-৫০৭৫০-৫৩০৪০-৫৫৪৩০-৫৭৯৩০-৬০৫৪০-৬৩২৭০-৬৬১২০-৬৯১০০-৭২২১০
৫।	১৮০০০—২৯২০০	৩৪৫৪০-৩৬২৭০-৩৮০৯০-৪০০০০-৪২০০০-৪৪১০০-৪৬৩১০-৪৮৬৩০-৫১০৭০-৫৩৬৩০-৫৬৩২০-৫৯১৪০-৬২১০০-৬৫২১০
৬।	১৬০০০—২৫৬০০	৩০৯৩৫-৩২৪৯০-৩৪১২০-৩৫৮৩০-৩৭৬৩০-৩৯৫২০-৪১৫০০-৪৩৫৮০-৪৫৭৬০-৪৮০৫০-৫০৪৬০-৫২৯৯০-৫৫৬৪০-৫৮৪৩০-৬১৩৬০-৬৪৪৩০

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জেলা ও দায়রা জজ বা সমপর্যায়ের সদস্যগণ ৫ (পাঁচ) বৎসর চাকরি পূর্তিতে সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ বা সমপর্যায় হিসাবে টাকা ৭৮,০০০ (নির্ধারিত) প্রাপ্য হইবেন।

৪। বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস বেতনস্কেল, ২০১৬ এর প্রাপ্যতা।—৩০ জুন ২০১৫ তারিখে জুডিসিয়াল সার্ভিসে নিয়োজিত কোন সদস্য সংশ্লিষ্ট পদে যে মূল স্কেল, ব্যক্তিগত স্কেল, সিলেকশন গ্রেড স্কেল, সিনিয়র স্কেল বা উচ্চতর স্কেল (টাইমস্কেল) পাইতেছিলেন, তিনি ১ জুলাই ২০১৫ তারিখ হইতে অনুচ্ছেদ ৩(১) এ বর্ণিত তাঁহার সংশ্লিষ্ট বর্তমান বেতনস্কেলের বিপরীতে প্রদর্শিত বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস বেতনস্কেল, ২০১৬ এর অনুরূপ স্কেল প্রাপ্য হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যিনি ১৪ ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল বা সিলেকশন গ্রেড স্কেল) পাইবার অধিকারী ছিলেন কিন্তু সময়মত উহা প্রদান করা যায় নাই, তিনি বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস বেতনস্কেল, ২০০৯ এর আদেশের অনুচ্ছেদ ৬ ও ৭ এর বিধান ও শর্ত সাপেক্ষে, উহা প্রাপ্য হইবেন।

৫। বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস বেতনস্কেল, ২০১৬ এ বেতন নির্ধারণ।—যে সদস্য বর্তমান বেতনস্কেলে পদের মূল স্কেল, সিনিয়র স্কেল, সিলেকশন গ্রেড স্কেল, ব্যক্তিগত স্কেল অথবা উচ্চতর স্কেল (টাইমস্কেল) পাইতেছিলেন, তাঁহার বেতন বর্তমান বেতনস্কেলের অনুরূপ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস বেতনস্কেল, ২০১৬ এর অনুচ্ছেদ ৪ এর শর্তাধীনে এবং নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত হইবে, যথা:—

(ক) বর্তমান বেতনস্কেলের (বিদ্যমান স্কেল) প্রারম্ভিক ধাপে বেতন আহরণকারী কোন সদস্যের বেতন বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস বেতনস্কেল, ২০১৬ এর অনুরূপ স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপেই নির্ধারিত হইবে;

(খ) যদি কোন সদস্যের মূল বেতন, বর্তমান বেতনস্কেলের সংশ্লিষ্ট স্কেলের সর্বনিম্ন ধাপের উচ্চতর হয়, তবে প্রথমত: উভয় ধাপের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করিতে

হইবে, ইহার পর নির্ণিত পার্থক্য অনুরূপ স্কেলের (বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস বেতনস্কেল, ২০১৬) প্রারম্ভিক ধাপের সহিত যোগ করিতে হইবে এবং এই যোগফল যদি—

(অ) অনুরূপ স্কেলের কোন ধাপের সমান হয়, তাহা হইলে ঐ ধাপেই বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে;

(আ) অনুরূপ স্কেলে ঐ অংকের সমান কোন ধাপে না থাকে, তাহা হইলে পরবর্তী উচ্চতর ধাপে তাঁহার বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে।

উদাহরণ ১:

৩০-০৬-২০১৫ তারিখে একজন জুডিসিয়াল সার্ভিস সদস্য ১৬০০০-৬০০×১৬-২৫৬০০ টাকার বর্তমান বেতনস্কেলের প্রারম্ভিক ধাপে অর্থাৎ ১৬০০০ টাকা মূল বেতন পাইতেন। এইক্ষেত্রে ০১-০৭-২০১৫ তারিখে ঐ স্কেলের অনুরূপ স্কেল হিসাবে ৩০৯৩৫-৬৪৪৩০ টাকার অনুরূপ স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপ অর্থাৎ ৩০৯৩৫ টাকায় তাঁহার মূল বেতন নির্ধারিত হইবে।

উদাহরণ ২:

৩০-০৬-২০১৫ তারিখে একজন জুডিসিয়াল সার্ভিস সদস্যের মূল বেতন বর্তমানে ২৩০০০-৮০০×১৪-৩৪২০০ টাকার স্কেলে ২৭৮০০ টাকা; এইক্ষেত্রে ১-৭-২০১৫ তারিখে ঐ স্কেলের অনুরূপ স্কেল হিসাবে ৪৪৪৫০-৭২২১০ টাকার স্কেলে তাঁহার বেতন নির্ধারিত হইবে ৫০৭৫০ টাকা।

ব্যাখ্যা।—বর্তমান স্কেলে প্রাপ্ত মূল বেতন হইতে একই স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপের বেতন বিয়োগ করিলে পার্থক্যের পরিমাণ হয় ২৭৮০০—২৩০০০=৪৮০০ টাকা; অতএব, ঐ স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপ + ৪৮০০ টাকা অর্থাৎ (৪৪৪৫০+৪৮০০)= ৪৯২৫০ টাকায় বেতন নির্ধারিত হইবে। কিন্তু অনুরূপ স্কেলে এইরূপ ধাপ না থাকায় পরবর্তী উচ্চতর ধাপে, অর্থাৎ ৫০৭৫০ টাকায় তাঁহার বেতন নির্ধারিত হইবে।

(গ) যে সকল সদস্যের বেতন অনুচ্ছেদ ৩ এর উপ-অনুচ্ছেদ ২ এর অধীন টাকা ৭৮০০০ (নির্ধারিত) তাঁহাদের ক্ষেত্রে দফা (ক) ও (খ) প্রযোজ্য হইবে না;

(ঘ) যদি কোন সদস্যের বর্তমান বেতন, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস বেতনস্কেল, ২০১৬ এর অনুরূপ স্কেলের সর্বোচ্চ সীমার উর্ধ্বে হয়, তাহা হইলে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস বেতনস্কেল, ২০১৬ এর অনুরূপ স্কেলের সর্বোচ্চ সীমায় তাঁহার বেতন নির্ধারণ করিয়া বর্তমান বেতন এবং বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস বেতনস্কেল, ২০১৬ এর অনুরূপ স্কেলের সর্বোচ্চ বেতনের মধ্যে যে পার্থক্য থাকিবে, তাহা তাঁহাকে ব্যক্তিগত বেতন হিসেবে প্রদান করা হইবে;

(ঙ) ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে যাঁহারা উচ্চতর বেতনস্কেলের পদে পদোন্নতি পাইবেন, তাঁহাদের বেতন প্রথমে নিম্নপদে নির্ধারণের পর পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী নির্ধারণ করিতে হইবে;

(চ) যে সদস্য প্রেষণে কর্মরত আছেন, প্রেষণে কর্মরত না থাকিলে তাঁহার মূল অফিসে অথবা প্রতিষ্ঠানে তিনি যে বেতন পাইবার অধিকারী হইতেন, সেই ভিত্তিতে তাঁহার বেতন নির্ধারিত হইবে;

(ছ) যে সদস্য ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে ছুটিতে ছিলেন, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস বেতনস্কেলে সেই সদস্যের বেতন, তাঁহার বর্তমান বেতনের ভিত্তিতে নির্ধারণ করিতে হইবে অথবা উক্ত তারিখে তিনি ছুটিতে না থাকিলে তাঁহার বর্তমান বেতন যাহা হইত, সেই ভিত্তিতে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস বেতনস্কেল, ২০১৬ এ তাঁহার বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে, তবে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস বেতনস্কেল, ২০১৬ এ তাঁহার বেতন নির্ধারণের ফলে তিনি যে আর্থিক সুবিধা লাভ করিতেন তাহা তাঁহার ছুটির সময়ের জন্য প্রাপ্য হইবেন না;

(জ) যে সদস্য ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে সাময়িকভাবে বরখাস্ত ছিলেন, সে সদস্য পুনর্বহাল না হইলে এবং বাস্তবে কাজে যোগদান না করিলে তাঁহার বেতন বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস বেতনস্কেল, ২০১৬ এ নির্ধারণ করা হইবে না; এইরূপ পুনর্বহালকৃত সদস্যের বেতন ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে প্রথমত: বর্তমান বেতনস্কেলে নির্ধারণ করা হইবে, এবং অতঃপর ঐ নির্ধারিত বেতনের ভিত্তিতে তাঁহার বেতন বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস বেতনস্কেল, ২০১৬ এর সংশ্লিষ্ট অনুরূপ স্কেলে নির্ধারণ করা হইবে;

(ঝ) ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে যে সদস্য অবসরোত্তর ছুটিতে রহিয়াছেন, শুধু পেনশন নির্ধারণের জন্য তাঁহার বেতন, দফা (ঞ) এর বিধান সাপেক্ষে, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস বেতনস্কেল, ২০১৬ এর সংশ্লিষ্ট অনুরূপ স্কেলে নির্ধারণ করা হইবে; এইরূপ ক্ষেত্রে অবসরোত্তর ছুটির সময়ে যদি তাঁহার বার্ষিক বর্ধিত বেতনের তারিখ থাকে, তাহা হইলে উক্ত বেতনবৃদ্ধিও পেনশন নির্ধারণের জন্য তাঁহার বেতনের সহিত যুক্ত হইবে, তবে তিনি অবসরোত্তর ছুটির সময়ে উক্ত ছুটির বেতন বর্তমান বেতনস্কেলের ভিত্তিতে পাইতে থাকিবেন;

(ঞ) ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে যে সদস্যের অবসরোত্তর ছুটি শেষ হইবে এবং যিনি ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে অবসরে যাইবেন, তিনি ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে কার্যকর বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস বেতনস্কেল, ২০১৬ অনুযায়ী বেতন নির্ধারণের সুবিধা প্রাপ্য হইবেন না।

৬। **সিলেকশন গ্রেড স্কেল ও উচ্চতর স্কেল (টাইমস্কেল) এর বিলোপ।**—বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস বেতনস্কেল, ২০১৬ অনুযায়ী ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখ হইতে সিলেকশন গ্রেড স্কেল ও উচ্চতর স্কেল (টাইমস্কেল) বা স্কেলের সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছাইবার ১ (এক) বৎসর পর পরবর্তী উচ্চতর বা টাইমস্কেল প্রদান সংক্রান্ত বিধানাবলি বিলুপ্ত হইবে।

৭। **উচ্চতর স্কেলের প্রাপ্যতা।**—(১) কোন স্থায়ী সদস্য পদোন্নতি ব্যতিরেকে একই পদে ১০ (দশ) বৎসর পূর্তিতে এবং চাকরি সন্তোষজনক হওয়া সাপেক্ষে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে ১১তম বৎসরে পরবর্তী উচ্চতর স্কেলে বেতন প্রাপ্য হইবেন।

(২) কোন স্থায়ী সদস্য তাহার চাকরির ১০ (দশ) বৎসর পূর্তিতে উচ্চতর স্কেলে বেতন প্রাপ্তির পর পরবর্তী ৬ (ছয়) বৎসরে পদোন্নতি প্রাপ্ত না হইলে ৭ম বৎসরে চাকরি সন্তোষজনক হওয়া সাপেক্ষে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরবর্তী উচ্চতর স্কেলে বেতন প্রাপ্য হইবেন।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (১) ও (২) এ উল্লিখিত আর্থিক সুবিধা বেতনস্কেলের টাকা ৬২৩৫০-৭৫৮৮০ পর্যন্ত প্রযোজ্য হইবে এবং টাকা ৬২৩৫০-৭৫৮৮০ বা তদূর্ধ্ব স্কেলের কোন সদস্য এই সুবিধা গ্রহণপূর্বক এই আদেশের অধীন টাকা ৭০৯২৫-৭৬৯৫০ বা তদূর্ধ্ব স্কেলে বেতন প্রাপ্য হইবেন না।

(৪) কোন সদস্য দুই বা ততোধিক সিলেকশন স্কেল বা উচ্চতর স্কেল (টাইমস্কেল) বা কোন স্কেলের সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছাইবার ১ (এক) বৎসর পর পরবর্তী উচ্চতর স্কেল প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি এই অনুচ্ছেদের অধীন উচ্চতর স্কেল প্রাপ্য হইবেন না।

৮। **সদস্যদের পরিচিতি।**—আপাততঃ বলবৎ এতদসংক্রান্ত অন্য কোন বিধি-বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জুডিসিয়াল সার্ভিস সদস্যগণ প্রথম শ্রেণিতে বিভাজনের বিদ্যমান ব্যবস্থার পরিবর্তে "জুডিসিয়াল সার্ভিস গ্রেড" ভিত্তিতে পরিচিত হইবেন।

৯। **পেনশন ও গ্র্যাচুইটি এবং সাধারণ ভবিষ্য তহবিল।**—পেনশন ও গ্র্যাচুইটি এবং সাধারণ ভবিষ্য তহবিল সংক্রান্ত বিষয়ে যথাক্রমে অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের ১৪/১০/২০১৫ খ্রি. তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩. ০০৬.১৫-৮১ নং স্মারক এবং General Provident Fund Rules, 1979 এর বিধানাবলি অনুসরণীয় হইবে।

১০। **অবসরভোগীদের পেনশন, গ্র্যাচুইটি ও ছুটি নগদায়ন।**—(১) অবসরভোগী ও আজীবন পারিবারিক পেনশনভোগী সদস্যগণ নিম্নরূপে পেনশন ও গ্র্যাচুইটি প্রাপ্য হইবেন, যথা:—

(ক) পেনশন, সমর্পণ ও গ্র্যাচুইটির বিদ্যমান হার অপরিবর্তিত থাকিবে;

(খ) মাসিক নীট পেনশনপ্রাপ্ত অবসরভোগী ও আজীবন পারিবারিক পেনশনভোগী ৬৫ (পঁয়ষট্টি) বৎসর উর্ধ্ব পেনশনভোগীর নীট পেনশনের পরিমাণ ৫০% বৃদ্ধি এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে নীট পেনশনের পরিমাণ ৪০% বৃদ্ধি পাইবে;

(গ) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস বেতনস্কেল, ২০১৬ কার্যকর হইবার তারিখ হইতে মহার্ঘভাতা (নীট পেনশনের ২০%) বিলুপ্ত হইবে;

(ঘ) অবসরভোগী ও আজীবন পারিবারিক পেনশনভোগীদের নীট পেনশনের পরিমাণ হইবে সর্বনিম্ন ৩০০০ (তিন হাজার) টাকা;

(ঙ) ১ জুলাই ২০১৫ তারিখ হইতে কর্মরত কোন সদস্য (স্বামী/স্ত্রী) মৃত্যুবরণ করিলে উক্ত ব্যক্তির পরিবার, পারিবারিক পেনশনের প্রচলিত নিয়মাবলি অনুসরণ সাপেক্ষে, পেনশন, আনুতোষিক ও ভাতাদি প্রাপ্য হইবেন।

(২) বিদ্যমান ছুটির বিধান অনুযায়ী কোন সদস্য ছুটি পাওনা সাপেক্ষে—

(ক) ১২ (বারো) মাস পূর্ণ গড় বেতনে অবসরোত্তর ছুটি ভোগের সুবিধা পাইবেন; এবং

(খ) ১৮ (আঠারো) মাস ছুটি নগদায়নের সুবিধা ভোগ করিবেন।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর অধীন প্রাপ্য সুবিধা ১ জুলাই ২০১৫ তারিখের পূর্বে প্রাপ্য হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে বা উহার পর যে সকল সদস্য ইতোমধ্যে পিআরএল ভোগরত রহিয়াছেন তাঁহারাও পিআরএল ছুটি পূর্ব মূল বেতনের ভিত্তিতে ছুটি পাওনা সাপেক্ষে ১৮ (আঠারো) মাস ছুটি নগদায়নের সুবিধা প্রাপ্য হইবেন।

১১। বেতন নির্ধারণের পর বার্ষিক বেতনবৃদ্ধি (Increment)।—(১) সকল সদস্যের বার্ষিক বেতনবৃদ্ধির তারিখ হইবে প্রতি বৎসর ১ জুলাই অর্থাৎ, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস বেতনস্কেল, ২০১৬ অনুযায়ী বেতন নির্ধারণের পর সকল সদস্যের পরবর্তী বার্ষিক বেতনবৃদ্ধির তারিখ হইবে ১ জুলাই ২০১৬:

তবে শর্ত থাকে যে, নতুন যোগদানকৃত কোন সদস্যের কোয়ালিফাইং চাকরির মেয়াদ ন্যূনতম ৬ (ছয়) মাস হইলে তিনি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির সুবিধা প্রাপ্য হইবেন।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ১ জুলাই ২০১৫ তারিখ হইতে ৩০ জুন ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত কোন সদস্য যে তারিখে বার্ষিক বর্ধিত বেতন প্রাপ্য হইতেন, সেই নির্ধারিত তারিখের পরিবর্তে সকল সদস্য একই তারিখে অর্থাৎ ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে বার্ষিক বর্ধিত বেতন প্রাপ্য হইবেন; তবে বার্ষিক বর্ধিত বেতন নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় ইতোমধ্যে যে সকল সদস্য ১ জুলাই, ২০১৫ তারিখ হইতে ১৪ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত বার্ষিক বর্ধিত বেতন বাবদ যে অর্থ উত্তোলন করিয়াছেন তাঁহাদের উত্তোলিত অর্থ ফেরত প্রদান করিতে হইবে না এবং যদি কোন সদস্য উপরি-উক্ত সময়ের মধ্যে প্রাপ্যতা অনুযায়ী বার্ষিক বর্ধিত বেতন উত্তোলন না করিয়া থাকেন তিনিও এই সুবিধা প্রাপ্য হইবেন।

১২। প্রথম নিয়োগ প্রাপ্তিতে বেতন।—(১) ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে অথবা উহার পরে নিয়োগপ্রাপ্ত কোন সদস্যকে, বদলি বা পদোন্নতি ব্যতিরেকে, নিয়োগকৃত পদের জন্য বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস বেতনস্কেল, ২০১৬ এ নির্ধারিত স্কেলে ন্যূনতম বেতন উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এ বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে, প্রদান করা হইবে এবং প্রথম নিয়োগের পদটি যদি বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস বেতনস্কেল, ২০১৬ এর ৩০৯৩৫-৬৪৪৩০ বা তদূর্ধ্ব স্কেলের হয়, তাহা হইলে—

(ক) সহকারী জজ পদে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ১ (এক) টি অগ্রিম বেতনবৃদ্ধি প্রদান করা হইবে, যদি সহকারী জজ পদে নিয়োগ লাভের পূর্বে তিনি আইনজীবী হিসাবে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল হইতে সনদপ্রাপ্ত হইয়া কোন বারে তালিকাভুক্ত হইয়া থাকেন;

(খ) দফা (ক) তে উল্লিখিত অগ্রিম বেতন বৃদ্ধি কেবল চাকরিতে প্রথম নিয়োগ লাভের সময় প্রাপ্য হইবে এবং ইহা পরবর্তী অন্য কোন ক্ষেত্রে পদোন্নতি/উচ্চতর স্কেল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(২) ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে প্রথম নিয়োগপ্রাপ্ত কোন সদস্যের বেতন প্রথমে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস বেতনস্কেল, ২০১৬ এর সংশ্লিষ্ট স্কেলের ন্যূনতম ধাপে এবং এই অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উহার সহিত অতিরিক্ত বেতনবৃদ্ধি (ইনক্রিমেন্ট) যোগ করিয়া নির্ধারণ করিতে হইবে।

১৩। পদের পূর্ণ বেতন প্রাপ্তির শর্তাবলি।—(১) কোন সদস্য কোন উচ্চতর পদে ও বেতনস্কেলে পদোন্নতি পাইলে অথবা তাঁহার পাওয়ার ক্ষেত্রে ঐ পদে পূর্ণ বেতন পাওয়ার জন্য তাঁহাকে নিম্নের সারণিতে বর্ণিত চাকরির মেয়াদ পূর্ণ করিতে হইবে, যথা:—

জুডিসিয়াল সার্ভিস গ্রেড নং	বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস বেতনস্কেল, ২০১৬	পূর্ণ বেতন পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম চাকরির মেয়াদ
১।	টাকা ৭০৯২৫- ৭৬৩৫০	১৪ বৎসর
২।	টাকা ৬২৩৫০-৭৫৮৮০	১২ বৎসর
৩।	টাকা ৫৪৩৭০-৭৪৬৬০	১০ বৎসর
৪।	টাকা ৪৪৪৫০- ৭২২১০	৫ বৎসর
৫।	টাকা ৩৪৫৪০- ৬৫২১০	৪ বৎসর

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ বর্ণিত চাকরির মেয়াদ বলিতে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসে প্রকৃত চাকরির মেয়াদ বুঝাইবে।

১৪। ভাতাদির প্রাপ্যতা।—(১) ১ জুলাই ২০১৬ তারিখ হইতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বর্ধিত হারে বা, ক্ষেত্রমত, টাকার অংকে নির্ধারিত ভাতাদি প্রদেয় হইবে।

(২) ১ জুলাই ২০১৫ তারিখ হইতে ৩০ জুন ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত সময়কালে নব-নিয়োগপ্রাপ্ত সদস্যগণ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস বেতনস্কেল, ২০১৬ অনুযায়ী প্রাপ্য বেতন আহরণ করিবেন এবং অন্যান্য সকল ভাতাদি ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে নিয়োগ হইলে যে হারে ভাতাদি প্রাপ্ত হইতেন সেই হারে ৩০ জুন ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত আহরণ করিবেন।

(৩) অনুচ্ছেদ ৫ এর দফা (ঘ) এ উল্লিখিত ব্যক্তিগত বেতন ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তিগত বেতন, ব্যক্তিগত ভাতা, অস্থায়ী ব্যক্তিগত ভাতা এবং অন্যান্য সকল অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধাদি, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস বেতনস্কেল, ২০১৬ কার্যকর হইবার তারিখ হইতে রহিত করা হইল।

১৫। চিকিৎসাভাতা।—(১) চিকিৎসা সংক্রান্ত অন্যান্য সুবিধাদি যাহা সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারিকৃত আদেশের মাধ্যমে প্রদান করা হইয়াছে তাহা যথারীতি বলবৎ থাকিবে এবং সকল সদস্য মাসিক ১৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) টাকা হারে চিকিৎসাভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(২) ৬৫ (পঁয়ষট্টি) বৎসর ঊর্ধ্ব অবসরভোগীগণ ও আজীবন পারিবারিক পেনশনভোগীগণের ক্ষেত্রে চিকিৎসাভাতা মাসিক ২৫০০ (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা এবং অন্যান্য অবসরভোগীগণ ও আজীবন পারিবারিক পেনশনভোগীগণের ক্ষেত্রে মাসিক চিকিৎসাভাতা ১৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) টাকা হইবে।

১৬। **বাংলা নববর্ষভাতা।—(১)** সদস্য আহরিত মূল বেতনের ২০% হারে বাংলা নববর্ষভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত বাংলা নববর্ষ ভাতা ১৪২৩ বঙ্গাব্দ হইতে প্রবর্তিত হইবে।

(৩) মাসিক নীট পেনশন গ্রহণকারী অবসরভোগীগণ ও আজীবন পারিবারিক পেনশনভোগীগণও এই ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(৪) বাংলা নববর্ষ ভাতা পাইবার ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের ১৪-১০-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৭৩.৪৪.০১৮.১৪-৭৮ নং প্রজ্ঞাপন অনুসরণ করিতে হইবে।

১৭। বাড়িভাড়া ভাতা ।—(১) সকল সদস্য বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস বেতনস্কেল, ২০০৯ এর বিধান মোতাবেক ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে আহরিত বা প্রাপ্য অংকে বাড়িভাড়া ভাতা পাইবেন।

(২) যে সকল সদস্য সরকারি বাসস্থানে বসবাস করিতেছেন, তাঁহারা উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত বাড়িভাড়া ভাতা প্রাপ্য হইবেন না।

(৩) আপাতত বলবৎ এতদসংক্রান্ত অন্য কোন বিধি-বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যে সকল সদস্য সরকারি বাসস্থানে বসবাস করেন, ১ জুলাই ২০১৫ হইতে তাহাদের মূল বেতনের ৭.৫% হারে বাড়িভাড়া কর্তনের বর্তমান বিধানাবলি রহিত করা হইল এবং ১ জুলাই হইতে ইতোমধ্যে কর্তনকৃত অর্থ সমন্বয়যোগ্য হইবে।

(৪) যে সদস্য সরকারি বিধি অনুযায়ী, ভাড়াবিহীন বাসস্থানে থাকিবার অধিকারী, তাঁহাকে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বাসস্থানের জন্য কোন বাড়িভাড়া প্রদান করিতে হইবে না, তবে তিনি বাড়িভাড়া ভাতাও প্রাপ্য হইবেন না।

(৫) যদি স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই কোন সরকারি বা স্ব-শাসিত সংস্থা, ব্যাংক, বিমা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চাকরিজীবী হন এবং তাঁহারা একত্রে সরকারি বাসস্থানে বসবাস করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে যাঁহার নামে বাসস্থান বরাদ্দ রহিয়াছে তিনি কোন বাড়িভাড়া ভাতা প্রাপ্য হইবেন না, তবে অপরজন (স্বামী বা স্ত্রী) প্রচলিত বিধান মোতাবেক পূর্ববৎ বাড়িভাড়া ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(৬) যে সকল সদস্যের নিজ নামে অথবা তাঁহার উপর নির্ভরশীল কাহারও নামে এক বা একাধিক বাড়ি রহিয়াছে, তাঁহার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, বাসস্থান বরাদ্দ সম্পর্কে জারীকৃত আদেশ বলবৎ থাকিবে।

ব্যাখ্যা।—যদি জনস্বার্থে সংশ্লিষ্ট অফিস কর্তৃক কোন সদস্যকে কর্মস্থলে অথবা তৎসন্নিকটস্থ মেস, হোস্টেল, রেস্ট হাউস, ডরমেটরি বা ডাকবাংলোয় একক সীট কিংবা একক কক্ষের বরাদ্দ, এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক বাসস্থান বরাদ্দ হিসাবে গণ্য হইবে না এবং এই সকল ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের আওতায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বাড়িভাড়া ভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন, তবে উক্ত একক সীট বা একক কক্ষ কিংবা Improvised Accommodation এর জন্য যদি নির্ধারিত ভাড়া ও অন্যান্য আর্থিক দায় থাকে তাহাকে তাহা প্রদান করিতে হইবে, তবে সংশ্লিষ্ট সদস্য বাড়িভাড়া ভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন।

(৭) এই অনুচ্ছেদের অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, সদস্যগণ ১ জুলাই ২০১৬ তারিখ হইতে নিম্ন-সারণিতে উল্লিখিত হারে মাসিক বাড়িভাড়া ভাতা প্রাপ্য হইবেন, যথা:-

মূল বেতন	মাসিক বাড়ি ভাড়া ভাতার হার		
	ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকার জন্য	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, রংপুর, নারায়ণগঞ্জ ও গাজিপুর সিটি কর্পোরেশন এবং সাভার পৌর এলাকার জন্য	অন্যান্য স্থানের জন্য
টাকা ৩০৯৩৫ হইতে টাকা ৩৫৫০০ পর্যন্ত	মূল বেতনের ৫৫% হারে ন্যূনতম টাকা ৯৬০০	মূল বেতনের ৪৫% হারে ন্যূনতম টাকা ৮০০০	মূল বেতনের ৪০% হারে ন্যূনতম টাকা ৭০০০
টাকা ৩৫৫০১ তদূর্ধ্ব	মূল বেতনের ৫০% হারে ন্যূনতম টাকা ১৯৫০০	মূল বেতনের ৪০% হারে ন্যূনতম টাকা ১৬০০০	মূল বেতনের ৩৫% হারে ন্যূনতম টাকা ১৩৮০০

১৮। ভ্রমণ ভাতা ।—ভ্রমণ ভাতার প্রচলিত বিধি-বিধান পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে, তবে বদলিজনিত মালামাল পরিবহণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালামাল ১ কিলোমিটার পরিবহণের জন্য প্রতি ১০০ কেজির ভাড়া বাবদ ২ (দুই) টাকা প্রদেয় হইবে এবং প্যাকিং চার্জ বাবদ বিদ্যমান টাকার অংক বলবৎ থাকিবে।

১৯। উৎসব ভাতা এবং শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা ।—(১) অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ নং-অম/অবি(বাস্ত)-৪/ এফবি-১২/৮৬/২৯, তারিখ ৩ জুলাই ১৯৮৮ ও সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত এতদÚসংক্রান্ত অন্যান্য বিধানাবলি অনুসারে বার্ষিক উৎসব ভাতা এবং Bangladesh Services (Recreation Allowance) Rules, 1979 এর বিধান অনুসারে শ্রান্তি ও বিনোদনভাতা প্রদেয় হইবে; এই ভাতা একবার উত্তোলন করা হইলে পরবর্তীকালে বেতন নির্ধারণজনিত (Pay Fixation) কারণে সংশ্লিষ্ট সদস্য কোন বকেয়া প্রাপ্য হইবেন না।

(২) অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র নং-অম/অবি/বিধি-১/চাঃবি-৩/২০০৪/৯৯, তারিখঃ ১০-০৩-১৪১৫ বঙ্গাব্দ/২৪-৬-২০০৮ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী অবসরভোগীদের/আজীবন পারিবারিক পেনশনভোগীগণের নীট পেনশনের সমপরিমাণ হারে বৎসরে ২ (দুই) টি উৎসব ভাতা বলবৎ থাকিবে।

(৩) ১০০% পেনশন সমর্পণকারীগণ, ১০০% পেনশন সমর্পণ না করিলে যে পরিমাণ মাসিক নীট পেনশন প্রাপ্য হইতেন উক্ত পরিমাণ, প্রতি অর্থ বৎসরে দুইটি উৎসব ভাতা হিসাবে প্রাপ্য হইবেন; মাসিক নীট পেনশনপ্রাপ্ত অবসরভোগীদের নীট পেনশনের হার যে প্রক্রিয়ায় বৃদ্ধি করা হয় অনুরূপভাবে ১০০% পেনশন সমর্পণকারীদের ক্ষেত্রেও শুধু উৎসব ভাতা প্রাপ্তির জন্য নীট পেনশনের হার বৃদ্ধি পাইবে, তবে এইক্ষেত্রে ১০০% পেনশন সমর্পণকারীগণ কোন বকেয়া প্রাপ্য হইবেন না।

২০। শিক্ষা সহায়ক ভাতা।— (১) সকল সদস্যের জন্য সন্তান প্রতি মাসিক ৫০০ (পাঁচশত) টাকা হারে এবং অনধিক ২(দুই) সন্তানের জন্য মাসিক সর্বোচ্চ ১০০০ (এক হাজার) টাকা শিক্ষা সহায়ক ভাতা প্রদেয় হইবে, তবে, স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই সরকারি চাকরিজীবী হইলে সন্তান সংখ্যা যে কোন একজনের ক্ষেত্রেই গণনা করিয়া ভাতার পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হইবে।

(২) বয়সের সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে ২১ (একুশ) বৎসর বয়সী সন্তানেরা শিক্ষা সহায়ক ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(৩) শিক্ষা সহায়ক ভাতার বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের ১৪/১০/২০১৫ খ্রি. তারিখের ০৭.১৭৩.০৩১.০২.০০.০৩০.২০১০-৭৯ নং স্মারক অনুসরণ করিতে হইবে।

২১। কার্যভার ভাতা ।—চলতি দায়িত্ব বা অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য প্রচলিত শর্তাদি পালন সাপেক্ষে, দায়িত্ব পালনকালে সমহারে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যের মূল বেতনের ১০% হারে কার্যভার ভাতা প্রাপ্য হইবেন এবং ইহার সর্বোচ্চ সীমা হইবে মাসিক ১৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) টাকা।

২২। জুডিসিয়াল ভাতা (বিশেষ ভাতা) ।—(১) জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যগণ প্রতিমাসে ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে আহরিত ভাতার সমপরিমাণ (প্রাপ্য অংকে) টাকা (মূল বেতনের শতাংশ হিসাবে নয়) জুডিসিয়াল ভাতা (বিশেষ ভাতা) প্রাপ্য হইবেন।

(২) ১ জুলাই, ২০১৫ তারিখে বা পরবর্তী সময়ে যোগদানকৃত, পদোন্নতিপ্রাপ্ত, উচ্চতর গ্রেডপ্রাপ্ত বা প্রেষণে কর্মরত জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যগণ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী অনুরূপ মূল স্কেলের উপর ভিত্তি করিয়া বিদ্যমান হার অনুযায়ী জুডিসিয়াল ভাতা (বিশেষ ভাতা) প্রাপ্য হইবেন।

২৩। পোশাক ভাতা ।—জুডিসিয়াল সার্ভিসের সার্বক্ষণিক বিচার কাজে নিয়োজিত সদস্যগণ প্রতি বৎসর ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা হারে পোশাক ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

২৪। আপ্যায়ন ভাতা ।—সিনিয়র জেলা জজ ও সমপর্যায়ের সদস্যগণ মাসিক ১০০০ টাকা; জেলা জজ ও সমপর্যায়ের সদস্যগণ মাসিক ৯০০ টাকা এবং চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটগণ মাসিক ৬০০ টাকা আপ্যায়ন ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

২৫। চৌকি ভাতা।—(১) চৌকি কোর্টে কর্মরত জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যগণ প্রতিমাসে ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে আহরিত ভাতার সমপরিমাণ (প্রাপ্য অংকে) টাকা (মূল বেতনের শতাংশ হিসাবে নয়) চৌকি ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(২) ১ জুলাই, ২০১৫ তারিখে বা পরবর্তী সময়ে যোগদানকৃত, পদোন্নতিপ্রাপ্ত বা উচ্চতর গ্রেডপ্রাপ্ত জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যগণ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী অনুরূপ মূল স্কেলের উপর ভিত্তি করিয়া বিদ্যমান হার অনুযায়ী চৌকি ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

২৬। পাহাড়ি ভাতা।—পার্বত্য জেলাসমূহের জেলা সদর ও সদর উপজেলায় নিযুক্ত সকল সদস্যের জন্য মূল বেতনের ২০% হারে সর্বোচ্চ ৩০০০ (তিন হাজার) টাকা এবং অন্যান্য উপজেলার জন্য মূল বেতনের ২০% হারে সর্বোচ্চ ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা পাহাড়ি ভাতা প্রদেয় হইবে।

২৭। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রেষণ ভাতা ।—(১) প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে শুধু প্রশিক্ষণ কাজে প্রেষণে নিয়োজিত জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণভাতা বহাল থাকিবে।

(২) এই ভাতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে নতুন বেতনস্কেল কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে সংশ্লিষ্ট সদস্য সর্বশেষ মূল বেতনের শতকরা হারে সর্বশেষ যে পরিমাণে (টাকার অংকে) প্রেষণ ভাতা আহরণ করিতেন, তিনি সেই পরিমাণে ভাতা পাইতে থাকিবেন, নতুন বেতনস্কেলের সহিত বেতনের শতাংশ হিসাবে এই ভাতার হার/পরিমাণ নির্ধারিত হইবে না। অর্থাৎ ১ জুলাই ২০১৬ হইতে মূল বেতনের সহিত তাঁহারা এই ভাতা নির্ধারিত পরিমাণেই (টাকার অংকে) উত্তোলন করিবেন।

(৩) ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে বা পরবর্তী সময়ে যোগদানকৃত সদস্যগণ জুডিসিয়াল সার্ভিস বেতনস্কেল ২০০৯ অনুযায়ী মূল স্কেলের উপর ভিত্তি করিয়া এই ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

২৮। প্রেষণ ভাতা ।—প্রেষণে নিয়োজিত সদস্যদের মূল বেতনের ২০% হারে প্রচলিত প্রেষণ ভাতা ১ জুলাই ২০১৫ তারিখ হইতে বিলুপ্ত হইবে এবং উক্ত তারিখের পরে আহরিত প্রেষণ ভাতা প্রাপ্য বকেয়ার সহিত সমন্বয় করিতে হইবে।

২৯। আয়কর।—আয়করের আওতাভুক্ত সকল সদস্য বাধ্যতামূলকভাবে আয়কর আইনের বিধান মোতাবেক নিজের বেতন খাতের আয়সহ মোট আয় নিরূপণ ও নিজস্ব আয় হইতে আয়কর পরিশোধপূর্বক যথাসময় আয়কর রিটার্ন দাখিল করিবেন।

৩০। অন-লাইনে বেতন নির্ধারণ পদ্ধতি।—(১) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস বেতনস্কেল, ২০১৬ জারির পর প্রত্যেক সদস্য ইন্টারনেট (online) ব্যবহারপূর্বক বেতন নির্ধারণের জন্য নির্ধারিত ওয়েবসাইটে (www.payfixation.gov.bd) লগ ইন করিয়া নিজ নিজ বেতন নির্ধারণের (Pay Fixation) জন্য নির্দিষ্ট ছক পূরণ করিবেন।

(২) লগ ইন করিবার জন্য প্রত্যেক জুডিসিয়াল সার্ভিস সদস্যকে তাঁহার জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) নম্বর এবং জন্ম তারিখ ব্যবহার করিতে হইবে।

(৩) কোন সদস্যের জাতীয় পরিচয়পত্র না থাকিলে, তাহাকে বেতন নির্ধারণের পূর্বে জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন করিতে হইবে; একইভাবে, কোন সদস্যের জাতীয় পরিচয়পত্রের জন্ম তারিখ চাকরির রেকর্ডের জন্ম তারিখ হইতে ভিন্ন হইলে তাহাকেও বেতন নির্ধারণের পূর্বে চাকরির রেকর্ডে উল্লিখিত জন্ম তারিখের ভিত্তিতে আবশ্যিকভাবে জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধন করিতে হইবে।

(৪) লগ ইন করিবার পর বেতন নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ নির্দিষ্ট ছক পূরণ করিতে হইবে।

(৫) তথ্যাদি দাখিল (Submit) করিবার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে নতুন বেতনস্কেলে সংশ্লিষ্ট সদস্যের মূল বেতনের পরিমাণ নির্ধারিত হইবে; অতঃপর বেতন নির্ধারণী ওয়েবসাইট হইতে ২ (দুই) টি কপি 'বেতন নির্ধারণী বিবরণী' (Hard Copy) প্রিন্ট করিয়া স্বাক্ষরপূর্বক সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিসে প্রতিপাদনের জন্য প্রেরণ করিতে হইবে।

(৬) অনলাইনে দাখিলকৃত প্রত্যেকটি বেতন নির্ধারণী বিবরণী তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিসে পাওয়া যাইবে; হিসাবরক্ষণ অফিস প্রাপ্ত বিবরণীর সঠিকতা অনলাইনে যাচাই করিবে এবং সঠিক প্রতীয়মান হইলে তাহা অনলাইনে প্রতিপাদন করিবে। নির্দিষ্ট

(৭) প্রতিপাদনের পর হিসাবরক্ষণ অফিস ওয়েবসাইট হইতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রাপ্ত ১২ (বারো) অংকের ভেরিফিকেশন নম্বরটি 'বেতন নির্ধারণী বিবরণী' এর নির্দিষ্ট স্থানে লিপিবদ্ধ ও প্রতিপাদনসূচক স্বাক্ষর করিবে এবং সংশ্লিষ্ট সদস্যের নিকট এক কপি (Hard Copy) প্রেরণ করিবে।

(৮) এই সংক্রান্ত বিস্তারিত ব্যবহার নির্দেশিকা আলাদাভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে, যাহা বেতন নির্ধারণী ওয়েবসাইট (www.payfixation.gov.bd), অর্থ বিভাগ (www.mof.gov.bd) এবং হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের (www.cga.bd.org) কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাইবে।

(৯) সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিস চূড়ান্তভাবে প্রতিপাদনকৃত 'বেতন নির্ধারণী বিবরণী' এর ভিত্তিতে বেতন পরিশোধ করিবে এবং এই প্রক্রিয়ায় কম বা বেশি বেতন পরিশোধ হইয়া থাকিলে তাহা সমন্বয়যোগ্য হইবে।

৩১। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (বেতন-ভাতাদি) আদেশ, ২০০৯, অতঃপর উক্ত আদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) অনুরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত আদেশের ভাতাদি ও সুযোগ-সুবিধাদি সংক্রান্ত বিধানাবলী এবং তৎসম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন, আদেশ, অফিস স্মারক ও পরিপত্রসমূহ এই আদেশের অধীন ভাতাদি ও সুযোগ-সুবিধাদির সহিত সঙ্গতি সাপেক্ষে, বলবৎ রহিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মাহবুব আহমেদ
সিনিয়র সচিব
অর্থ বিভাগ।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd